বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

১১টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অর্থ বৎসর ২০০৪-০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

(আহমেদ আতাউল হাকিম)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

তারিখ ঃ ১০-১২-১৪১৭ বঙ্গাব্দ
২৪-০৩-২০১১ খ্রিস্টাব্দ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮টি নির্বাহী প্রকৌশলী অফিসের ২০০৪-০৭ সনের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র স্থানীয়ভাবে নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ সরকারের নজরে আনাই এই নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনের গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধিতে এই রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ মোসলেম উদ্দীন)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

তারিখ ঃ.-- ০৬-১২-১৪১৭ বঙ্গাব্দ / ২০-০৩-২০১১ খ্রিস্টাব্দ

নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর	ঃ	২০০৪-০৭
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ	১। নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা। ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম। ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, নোয়াখালী। ৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বরিশাল। ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা। ৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঝিনাইদহ। ৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর,বগুড়া। ৯। নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ। ১০। নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, টাংগাইল। ১১। নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ	আর্থিক নিরীক্ষা ও নিয়মানুসরণ নিরীক্ষা।
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ	স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ।
নিরীক্ষার তথ্য সংগ্রহের কৌশল	ঃ	চাহিদাপত্র ইস্যুকরণ।
নিরীক্ষার তথ্য সংগ্রহের ধরন	ঃ	মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত মৌলিক তথ্য সংগ্রহের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় চিহ্নিত-করণ ও ভাউচার স্যাম্পলিং।
নিরীক্ষার সময়কাল	ঃ	জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০০৮

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু

- চুক্তি মূল্য এবং বরাদ্দ অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।
- বরাদ্দবিহীন খাত থেকে অর্থ পরিশোধ।
- নির্মাণ ও মেরামত কাজে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- অনিয়মিতভাবে এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয়।
- নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত পিপি উপেক্ষা করা।
- আর্থিক ক্ষমতা, বিধি লংঘন করে বরাদ্দবিহীন ব্যয় করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।
- বাজেট বরাদ্দ/মঞ্জুরীর অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা।
- কোডাল ও আর্থিক বিধি-বিধান প্রতিপালনে অনীহা।
- অর্থ আদায়/কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন/২০০৩ এর প্রবিধান অনুসরণ না করা।
- এক খাতের বরাদ্দ হতে অন্য খাতে ব্যয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ

- প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনিয়মিত ব্যয় নিয়মিতকরণ।
- নিরীক্ষা আপত্তি নিরসনে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সময়ানুগ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- আর্থিক বিধিবিধান এবং প্রশাসনিক আদেশ কঠোরভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষের তদারকি গতিশীল করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করে তা নিরসনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- অনুমোদিত পিপি অনুসরণ নিশ্চিত করা।
- ঠিকাদারী বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন করা।
- যে কোডে অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়, সেই কোডে অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করা।

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

প্রথম খণ্ড

(দ্বিতীয় অধ্যায়)

মূল প্রতিবেদন (বিস্তারিত)

১১টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অর্থ বৎসর ২০০৪-০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

অনিয়মের শিরোনামসমূহ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নম্বর
১।	আহ্বানকৃত দরপত্রে কোন ঠিকাদার অংশ গ্রহণ না করা সত্ত্বেও তুলনামূলক বিবরণীতে দরপত্র প্রাপ্তি দেখিয়ে উর্ধ্বদরে কার্যাদেশ প্রদানে ২,২০,৯১,৯৯৩ টাকা অনিয়মিত ব্যয়ের পাশাপাশি আর্থিক ক্ষতি।	১৯,৮৯,২০৩	৮-৯
২।	পিপিআর ২০০৩ উপেক্ষা করে অনিয়মিতভাবে দরপত্র আহ্বান ও কার্যাদেশ প্রদান।	১৬,২৪,৩৬,৯৬১	১০
৩।	কার্য সম্পাদন না করা সত্ত্বেও কাজের বিপরীতে টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	২,৭৩,৭৬,০০০	১১
৪।	এসটি আইটেম (অতিরিক্ত কাজের মূল্য) চুক্তি মূল্যের ১৫% এর অধিক হওয়া সত্ত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে উক্ত কাজ সম্পাদনের জন্য বিল পরিশোধ করা হয়।	৬৬,০৭,৮৭৮	১২
৫।	ভূমি উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত মাটির পরিমাণ হতে পুকুর খননের মাটি বাদ না দেয়ায় আর্থিক ক্ষতি সাধন।	৯২,৯২,৪৮৪	১৩
৬।	আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে সংশোধিত প্রাক্কলন, সম্পূরক দরপত্র ও অতিরিক্ত কাজ অনুমোদনের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ব্যয়।	১,০৫,৪৩,৪৪৪	১৪
৭।	নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত রডের গুণগতমান পরীক্ষা না করে অনিয়মিত পরিশোধ।	৯০,০৬,৯৭৯	১৫
৮।	ডিজাইন মোতাবেক কাজ না করে এবং নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী কাজে ব্যবহার করতঃ ত্রুটিপূর্ণ কাজ করা সত্ত্বেও কার্যমূল্য পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	২৯,৭৯,৪৫৭	১৬
৯।	ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ কাজ সত্ত্বেও ঠিকাদারকে চূড়ান্ত বিল বাবদ পরিশোধ এবং মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই জামানতের অর্থ পরিশোধ।	১৯,৭৭,৬৯৪ ১,০১,১৬৫	১৭
১০।	অনিয়মিতভাবে দরপত্র গ্রহণ ও কার্য সম্পাদন করায় আর্থিক ক্ষতি।	২২,৩৮,৪৬৯	১৮
১১।	ভবন নির্মাণ কাজে প্রাক্কলন প্রণয়ন ও যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কারিগরিসহ অনুমোদন ব্যতীত অনিয়মিত ব্যয় এবং কার্য সম্পাদনে অতিরিক্ত কালক্ষেপণের জন্য জরিমানা অনাদায়।	১৭,৪৯,৭৬৮ ১,৭৪,৯৭৬	১৯
	মোট=	২৩,৬৪,৭৪,৪৭৮	

অনুচ্ছেদ নং-১

শিরোনাম ঃ আহ্বানকৃত দরপত্রে কোন ঠিকাদার অংশ গ্রহণ না করা সত্ত্বেও প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা উর্দ্ধদরে ২,২০,৯১,৯৯৩ টাকার কার্যাদেশ অনিয়মিতভাবে প্রদানের পাশাপাশি ১৯,৮৯,২০৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জোন, কুষ্টিয়া অফিসের ২০০৫-০৭ সনের হিসাব ২০-৩-২০০৮ খ্রিঃ হতে ৩১-৩-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে নির্বাচিত কলেজসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গ্রুপ-১ (কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ), গ্রুপ-২ (কুষ্টিয়া সরকারি মহিলা কলেজ) এবং গ্রুপ-৩ (চুয়াডাংগা সরকারি কলেজ) প্রতিটিতে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট হোস্টেল নির্মাণ কাজে তিনটি গ্রুপের দরপত্র (দরপত্র নং-১/২০০৪-০৫ তারিখঃ ২২-৭-২০০৪খ্রিঃ) ও আনুষংগিক কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- পর্যালোচনায় দেখা যায়, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৩,৩১,৫৪,১৮৫ টাকার টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এবং CPTU ওয়েবসাইটে প্রকাশ না করে শুধুমাত্র স্থানীয় পত্রিকা 'দৈনিক বজ্রপাত'এ ২৯-৭-০৮ খ্রিঃ তারিখে একবার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে ২৯-৮-২০০৪খ্রিঃ তারিখে দরপত্র খোলা হলে দেখা যায় যে, গ্রুপ-১ এ মাত্র ৪(চার)জন ঠিকাদার অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু গ্রুপ -২ ও গ্রুপ-৩ এ কোন ঠিকাদার অংশ গ্রহণ করেনি।
- গ্রুপ-২ ও গ্রুপ-৩ এ কোন ঠিকাদার অংশগ্রহণ না করা সত্ত্বেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের যোগসাজসের মাধ্যমে গ্রুপ-১ এ অংশগ্রহণকারী ঠিকাদার মোঃ মাহমুদ বিল্ডার্সকে গ্রুপ-৩ এর ১,০০,৫১,৩৯৫ টাকা প্রাক্কলিত মূল্যের কাজটি ১,১০,৪৯,৯৯০ টাকা এবং ঠিকাদার মোঃ রফিক এন্টারপ্রাইজকে গ্রুপ-২ এর ১,০০,৫১,৩৯৫ টাকা প্রাক্কলিত মূল্যের কাজটি ১,১০,৪২,০০৩ টাকা দরপত্র মূল্যে কার্যাদেশ প্রদান করেন।
- ফলে মোট (১,০০,৫১,৩৯৫+১,০০,৫১,৩৯৫) টাকা বা ২,০১,০২,৭৯০ টাকা প্রাক্কলিত মূল্যের কাজ (১,১০,৪৯,৯৯০+১,১০,৪২,০০৩) টাকা বা ২,২০,৯১,৯৯৩ টাকা দরপত্র মূল্যে অনিয়মিতভাবে কার্যাদেশ প্রদান করে। এতে প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা ১৯,৮৯,২০৩ টাকা বেশী মূল্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় (পরিশিষ্ট -'ক')।
- এখানে পিপিআর ২০০৩ এর বিধি এবং জিএফআর ১০ বিধি প্রতিপালন না করে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম করা হয়েছে, যা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আপত্তি গ্রহণ করেননি বিধায় কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সিপিটিইউ ওয়েব সাইটে ও বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ না করা পিপিআর ২০০৩ এর বিধিমালার পরিপন্থী, যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

- আহ্বানকৃত দরপত্রে কোন ঠিকাদার অংশ গ্রহণ না করা সত্ত্বেও তুলনামূলক বিবরণীতে দরপত্র প্রাপ্তি দেখিয়ে উর্ধ্বদরে অনিয়মিতভাবে কার্যাদেশ প্রদান, এমনকি বিনা দরপত্রে প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা ১৯,৮৯,২০৩ টাকা বেশী মূল্যে কার্যাদেশ প্রদান করে আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে।

- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৫-৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয় সচিব মহোদয়ের বরাবরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৬-৯-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞাপন প্রচার না করে এবং (CPTU) ওয়েব সাইটে প্রকাশ ব্যতীত কার্যাদেশ প্রদানের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

  আহ্বানকৃত দরপত্রে কোন ঠিকাদার অংশ গ্রহণ না করা সত্ত্বেও কার্যাদেশ প্রদানে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ২

শিরোনাম ঃ পিপিআর ২০০৩ উপেক্ষা করে অনিয়মিতভাবে ১৬,২৪,৩৬,৯৬১ টাকার দরপত্র আহ্বান ও কার্যাদেশ প্রদান।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর, ঝিনাইদহ, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া এবং টাঙ্গাইল জোন কার্যালয়ের ২০০৫-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ৬-৩-২০০৮খ্রিঃ তারিখ হতে ১৬-৩-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ, ২০-৩-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১-০৩-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

- নিরীক্ষাকালে প্রাক্কলন, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, সিডিউল/বিল,ভাউচার এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়।

- এতে দেখা যায় যে, পিপিআর ২০০৩ এর প্রবিধানমালা ২১(২) অনুযায়ী এক কোটি টাকার উর্ধ্বের দরপত্র আহ্বানের ক্ষেত্রে দেশে বহুল প্রচলিত একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী জাতীয় দৈনিকে এবং সিপিটিইউ (CPTU) ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার বিধান থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ঝিনাইদহ এবং কুষ্টিয়ার ক্ষেত্রে CPTU এর ওয়েব সাইটে এবং জাতীয় দৈনিকে কোন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রমাণক পাওয়া যায়নি। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর শুধুমাত্র একটি ইংরেজী দৈনিক (দি বাংলাদেশ টুডে) পত্রিকায় এবং শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ কার্যালয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি দৈনিক গণজাগরণ, দৈনিক স্বাধীন ভাষা এবং শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, টাংগাইল কার্যালয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি দৈনিক দিনের আলোর মত আঞ্চলিক পত্রিকায় (বহুল প্রচলিত নয়) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর রংপুর, ময়মনসিংহ এবং টাংগাইলের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি CPTU এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়নি।

- রংপুর জোন কার্যালয়ে ২,০৪,০৮,১৮৫ টাকা, কুষ্টিয়া জোন কার্যালয়ে ৩,৩০,৯৯,৫৪১ টাকা, ঝিনাইদহ জোন কার্যালয়ে ১,৩৭,১১,৫৯৩ টাকা, ময়মনসিংহ জোন কার্যালয়ে ৪,০৬,৪২,০০০ টাকা এবং টাঙ্গাইল জোন কার্যালয়ে ৫,৪৫,৭৫,৬৪২ টাকাসহ সর্বমোট ১৬,২৪,৩৬,৯৬১ টাকার দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ (CPTU) ওয়েব সাইটে বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করে কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। ফলে দরপত্র প্রতিযোগিতামূলক হয়নি। সরকার প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের সুফল হতে বঞ্চিত হয়েছে। এতে পিপিআর এর প্রবিধানমালা লংঘিত হয়েছে, যা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী (পরিশিষ্ট-খ (১-৫)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- প্রধান কার্যালয় হতে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব দেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব অন্তর্বর্তীকালীন। এক্ষেত্রে পিপিআর/২০০৩ এর নির্দেশ পরিপালন না করে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। অর্থাৎ সিপিটিইউ (CPTU) ওয়েব সাইটে এবং বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি।

- উল্লিখিত ৫টি জোনের কাজ বাস্তব যাচাই করে দেখা যায় যে, ৪টি জোনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১টি জোনের (রংপুর জোন)কাজ ৭-৮-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি অর্থাৎ

যাচাইকালীন সময় পর্যন্ত ৭০% এর কম কাজ সম্পন্ন হয়েছে (সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীর ভাষ্য মতে)। রংপুর জোনের কাজটি প্রথম ঠিকাদার ২,০৪,০৮,১৮৫ টাকা চুক্তিমূল্যের ৪০% কাজ সম্পাদন করে ৭৯,১২,৮২০ টাকার বিল গ্রহণ করার পর আর কোন কাজ না করায় ২য় ঠিকাদারকে ২,১১,৯৭,৪৮৭ টাকায় কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ফলে (৭৯,১২,৮২০+২,১১,৯৭,৪৮৭)= ২,৯১,১০,৩০৭-২,০৪,০৮,১৮৫ =৮৭,০২,১২২ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে। আলোচ্য কাজগুলি পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধানমালা মোতাবেক যথাযথভাবে বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ না করে এবং সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণ ঠিকাদারের সাথে সমঝোতায় সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে দরপত্রের কাজগুলি বন্টন করে প্রাক্কলিত মূল্যের উর্ধ্বদরে কার্যাদেশ প্রদান করেন।

- এ অনিয়ম আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী ও বড় অনিয়মের সুযোগ সৃষ্টি করে।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ১৭-৬-২০০৮ খ্রিঃ, ২৫-৬-২০০৮ খ্রিঃ, ০২-৬-২০০৮ খ্রিঃ, ২২-০৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে
  ২০-৮-২০০৯ খ্রিঃ, ১৪-০৮-২০০৮ খ্রিঃ, ২৮-০৮-২০০৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৬-৯-২০০৮খ্রিঃ, ২৩-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- পিপিআর-২০০৩ অনুযায়ী দরপত্র আহ্বান না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৩

শিরোনাম ঃ কার্য সম্পাদন না করা সত্ত্বেও কাজের বিপরীতে ২,৭৩,৭৬,০০০ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ দেখানো হয়েছে।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা জোন, ঢাকা অফিসের ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে বিল-ভাউচার, কার্যাদেশ, সিডিউল এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।

- ঢাকায় ৫টি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ কাজের ৩০-০৬-০৭খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, কার্য সম্পাদনের কোনরূপ অগ্রগতি নেই অথচ ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে ২০,৫০,০০০ টাকা এবং ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে ২,৫৩,২৬,০০০ টাকা একুনে (২০,৫০,০০০+২,৫৩,২৬,০০০) টাকা বা ২,৭৩,৭৬,০০০ টাকা পরিশোধ/ব্যয় প্রদর্শন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট 'গ')।

- স্থানীয় অফিস সংশ্লিষ্ট কাজের রেকর্ডপত্রাদি নিরীক্ষা দলকে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- স্থানীয় কার্যালয় কর্তৃক নিরীক্ষা জিজ্ঞাসাপত্র গ্রহণ করা হয়নি বিধায় কোনরূপ জবাবও পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- প্রাপ্ত বাজেট বরাদ্দকে অনিয়মিতভাবে উত্তোলন করে ধরে রাখার উদ্দেশ্যেই প্রকৃত কার্য সম্পাদন না করা সত্ত্বেও ব্যয় দেখানো হয়েছে। বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে কার্য সম্পাদন ব্যতিরেকে অর্থ ব্যয় করার কোন অবকাশ নেই, যা আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থী এবং গুরুতর আর্থিক অনিয়ম। নিরীক্ষায় সকল রেকর্ডপত্র সরবরাহ না করায় আরও ভালভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০২-১২-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয় সচিব বরাবরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-০১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৩-৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- কার্য সম্পাদন ব্যতিরেকে অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ প্রদর্শনের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক এবং যে উদ্দেশ্যে উত্তোলিত হয়েছে তা সম্পন্ন করা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-৪

শিরোনাম ঃ এসটি আইটেম (Supplementary Item) চুক্তি মূল্যের ১৫% এর অধিক হওয়া সত্ত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে কাজ সম্পাদনের জন্য মোট ৬৬,০৭,৮৭৮ টাকা পরিশোধ করা হয়।।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম জোন, কুড়িগ্রাম অফিসের ২০০৪-০৭ অর্থ বছরের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে প্রাক্কলন, সংশোধিত প্রাক্কলন, দরপত্র, সিএস, পরিশোধিত বিল ভাউচারসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, পরিশিষ্টে বর্ণিত ১২টি কাজের দরপত্র মূল্যের চেয়ে কার্য সম্পাদনকালে প্রতিটি কাজের কিছু অতিরিক্ত কাজ (এসটি আইটেম হিসেবে) সম্পাদন করা হয়। এ অতিরিক্ত কাজের ব্যয় ১৯%-৩০.৯১% পর্যন্ত (পরিশিষ্ট-'ঘ'(১-২) ।
- পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধানমালা-১৮ এর পরিশিষ্ট 'ক' মোতাবেক কোন কাজের এসটি আইটেমের মূল্য চুক্তি মূল্যের ১৫% এর অধিক হলে নতুনভাবে দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে উক্ত কার্য সম্পাদন করতে হয় এবং ১৫% এর মধ্যে হলে তা প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদনযোগ্য। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- এসটি আইটেমের দর ১৫% এর অধিক হওয়া সত্ত্বেও তা প্রধান প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে সম্পাদন করা হয়েছে, যা পিপিআর ২০০৩ এর সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালার লঙ্ঘন।
- এটা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ১৭-৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৩-৯-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- পিপিআর ২০০৩ এর প্রবিধানমালা লংঘনের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৫

শিরোনাম ঃ ভূমি উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত মাটির পরিমাণ হতে পুকুর খনন হতে প্রাপ্ত মাটি বাদ না দেয়ায় ৯২,৯২,৪৮৪ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, নোয়াখালী জোন, নোয়াখালী অফিসের ২০০৫-০৭ অর্থ বছরের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে মাটি ভরাট কাজে জড়িত ৬টি গ্রুপের এবং পুকুর খনন কাজে জড়িত ২টি গ্রুপের কাজের প্রাক্কলন, বিল, ভাউচার এবং এমবি পর্যালোচনা করা হয়।
- ৬টি গ্রুপের মাধ্যমে পরিবহনকৃত মাটির দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের ভূমি উন্নয়নকল্পে মোট ৩,৫১,৪০৬.২২ ঘনমিটার মাটি ভরাট করা হয়।
- কিন্তু ঐ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ২টি পুকুর খনন করা হয়। উক্ত পুকুর খনন হতে প্রাপ্ত ৫৩,১৯৪.১৪ ঘনমিটার মাটি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের ভূমি উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত হলেও তা বাদ না দিয়ে ভূমি উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত সমুদয় মাটির মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে।
- পরিবহনকৃত মাটির প্রতি ঘনমিটারের মূল্য অনুযায়ী পুকুর খনন হতে প্রাপ্ত ৫৩,১৯৪.১৪ ঘনমিটার মাটির মূল্য [প্রতি ঘনমিটার ১৭৪.৬৯ টাকা হিসেবে] ৯২,৯২,৪৮৪.৩১ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-'ঙ'(১-২) ।
- জিএফআর বিধি-১০ অনুযায়ী সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে তা নিজের অর্থ বিবেচনায় ব্যয় করা আবশ্যক।
- এক্ষেত্রে উক্ত আর্থিক বিধি অনুসৃত হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ভূমি উন্নয়ন কাজে (৬টি ব্লকে) পুকুর খননকৃত মাটি ফেলা হয়নি। উক্ত মাটি পুকুরের চারিদিকে নির্ধারিত স্থানে ফেলা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরকে ভূমি উন্নয়নের জন্য ৬টি ব্লকে বিভক্ত করা হয়েছিল যার মধ্যে পুকুরপাড় এবং এর আশপাশও ছিল। সুতরাং পুকুর খননকৃত মাটি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের কোথায় ফেলা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। এমনকি এতদ্‌সংক্রান্ত কোন সাইট প্লান বা ড্রইং/ডিজাইন নথিতে বা অন্য কোথাও পাওয়া যায়নি।
- এটা একটা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ১৭-৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৩-৯-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ৬

শিরোনাম ঃ আর্থিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে সংশোধিত প্রাক্কলন, সম্পূরক দরপত্র ও অতিরিক্ত কাজে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন না নিয়ে অনিয়মিতভাবে ১,০৫,৪৩,৪৪৪ টাকা ব্যয়।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বরিশাল কার্যালয়ের ২০০৫-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ৬-৪-২০০৮খ্রিঃ তারিখ হতে ১৬-৪-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। এতে দেখা যায়, বরিশালের বি এম কলেজের ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রাবাস নির্মাণ কাজের সংশোধিত প্রাক্কলন, সম্পূরক দরপত্র (এসটি)এবং অতিরিক্ত কাজসহ মোট ১,০৫,৪৩,৪৪৪ টাকা প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।
- সংশোধিত প্রাক্কলনে একই প্রকৃতির অতিরিক্ত কাজের পরিমাণ ২৭,৫৪,৯৬৫ টাকা ।
- সম্পূরক (এসটি আইটেম) কাজের পরিমাণ ৪,২৪,২৯৫ টাকা।
- একই প্রকৃতির অতিরিক্ত কাজ এবং সম্পূরক(এসটি)কাজসহ মোট অতিরিক্ত কাজের পরিমাণ ৩১,৭৯,২৬০ টাকা।
- কাজের ঠিকাদার মেসার্স সৈয়দ মাহবুব ট্রেডার্সকে চূড়ান্ত বিল ভাউচার নং-১৫, তারিখঃ ৩১-০১-২০০৬ খ্রিঃএর মাধ্যমে ১,০৫,৪৩,৪৪৪ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট -'চ')।
- শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর স্মারক নং-শা-৯/২এম-৯২/৮৮/৪৪২ শিক্ষা তারিখঃ ১-৬-৮৯খ্রিঃ অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক কোন কাজের এক কোটি পর্যন্ত অনুমোদনের ক্ষমতাবান এবং এ ব্যয় ১ কোটির উর্ধ্বে হলে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে সংশোধিত প্রাক্কলনে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেয়া হয়নি।
- পিপিআর২০০৩ তফসিল-২ এর বিধি ৩৯(১৮)মোতাবেক একই প্রকৃতির অতিরিক্ত কাজের ব্যয় সর্বোচ্চ ১৫% এর বেশী অতিক্রম করতে পারবে না। এক্ষেত্রে একই প্রকৃতির অতিরিক্ত কাজ এবং সম্পূরক (এসটি) কাজে অতিরিক্ত ব্যয়ের শতকরা হার ৬৯.৮৫% যা পিপিআর নির্ধারিত সর্বোচ্চ হার ১৫% অপেক্ষা ৫৪.৮৫% ভাগ বেশী।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে বিস্তারিত জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব এড়িয়ে যাওয়ায় গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সংশোধিত প্রাক্কলন ও অতিরিক্ত সম্পূরক কাজে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন না নিয়ে ব্যয় করতঃ আর্থিক অনিয়ম করা হয়েছে।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ১৭-৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯-৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৬-৯-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ অনিয়মের জন্য দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ঘটনোত্তর অনুমোদন আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ৭

শিরোনাম ঃ নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত রডের গুণগতমান পরীক্ষা না করে ৯০,০৬,৯৭৯ টাকা অনিয়মিত পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা জোন, খুলনা কার্যালয়ের ২০০৪-০৭ অর্থ বছরের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত রডের গুণগতমান Lab Test না করে কাজে ব্যবহার করে অনিয়মিতভাবে ঠিকাদারগণকে মোট ৯০,০৬,৯৭৯ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-'ছ')।
- গণপূর্ত অধিদপ্তরের অনুমোদিত "সিডিউল অব রেইটস ফর সিভিল ওয়ার্কস" শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত হয়।
- অনুমোদিত "সিডিউল অব রেইটস ফর সিভিল ওয়াকর্স" এ উল্লেখ রয়েছে যে, উন্নত নির্মাণের জন্য উন্নত মালামাল ব্যবহার করতে হবে এবং মালামাল ব্যবহারের পূর্বে ঠিকাদার কর্তৃক গুণগত মান পরীক্ষা করে গুণগত মানের ফলাফল পরীক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রকৌশলী কর্তৃক সন্তোষজনক বিবেচিত হলে কাজে ব্যবহার করতে হবে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত নিয়ম প্রতিপালন না করে রডের Lab Test ছাড়াই নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে অনিয়মিতভাবে উক্ত টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নির্বাচিত কলেজসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়। নির্মাণ কাজের রডের গুণগত মান পরীক্ষা করার জন্য সিডিউলে রড Lab Test এর জন্য কোন প্রভিশন নেই বলে ব্যবহৃত রডের Lab Test করা হয়নি। ছোট ছোট নির্মাণ কাজের রডের টেষ্ট করা হয় না।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। কাজে ব্যবহৃত রড এর গুণগত মান টেষ্ট না করেই ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করা হয়েছে। সিডিউলে রড টেষ্ট এর কোন প্রভিশন নেই কথাটি সঠিক নহে। কারণ পূর্ত অধিদপ্তরের অনুমোদিত "সিডিউল অব রেইটস ফর সিভিল ওয়াকর্স" অনুযায়ী শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। কাজে ব্যবহৃত রডের টেষ্ট করা হয়নি বিধায় আপত্তি যুক্তিযুক্ত। মানসম্মত রড ব্যবহার না করায় নির্মিত স্থাপনার আয়ুষ্কাল কম হবে, যা আর্থিক ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত।
- বিষয়টি গুরতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ১৭-৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৬-৯-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৮

শিরোনাম ঃ ডিজাইন মোতাবেক কাজ না করে এবং নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী কাজে ব্যবহার করতঃ ত্রুটিপূর্ণ কাজ করা সত্ত্বেও ঠিকাদারকে কার্যমূল্য পরিশোধ করায় সরকারের ২৯,৭৯,৪৫৭ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জোন, কুষ্টিয়া অফিসের ২০০৫-০৭ সালের হিসাব ২০-৩-০৮খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১-৩-০৮খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। ঠিকাদার মেসার্স মোঃ ফজলুর রহমান কর্তৃক সম্পাদিত দৌলতপুর ডিগ্রী কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের নথিপত্র যাচাই করা হয়।
- দেখা যায় যে, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার সহকারী প্রকৌশলী কর্তৃক ২৮-৮-২০০৭খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-১৩৮/৪ এর মাধ্যমে ঠিকাদারের ত্রুটিপূর্ণ কাজ সংশোধন করে ড্রইং, ডিজাইন, স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ সম্পাদন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।
- সংশ্লিষ্ট নির্মাণ কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয়ে সাইট অর্ডার বহিতে বার বার নির্দেশ ও পরামর্শ দেয়া হলেও ঠিকাদারের কাজের Workmanship এর কোন উন্নতি হয়নি বলে তিনি তাঁর পত্রে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।
- কিন্তু নিম্নমানের মালামাল দ্বারা ত্রুটিপূর্ণ কাজ করা সত্ত্বেও ঠিকাদারকে অনুমোদিত দরপত্র মূল্য ৩০,০৯,৩০৭ টাকার ৯৭% ২৯,৭৯,৪৫৭ টাকা পরিশোধ করে সরকারের আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে (পরিশিষ্ট -'জ')।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী আপত্তি গ্রহণ করেননি এবং জবাবও দেননি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- নিম্নমানের মালামাল দ্বারা ত্রুটিপূর্ণ কাজের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পত্র যোগাযোগ এবং এমবি-তে প্রমাণিত।
- নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা ত্রুটিপূর্ণ কাজ ভবনটির আয়ুষ্কাল হ্রাস করবে যা আর্থিক ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত।
- এটা একটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম যা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ৬-৫-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৬-৯-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করতঃ ত্রুটিপূর্ণ কাজ করা সত্ত্বেও কার্য মূল্য পরিশোধ করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ৯

শিরোনাম ঃ নির্মাণ কাজ ত্রুটিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ঠিকাদারকে চূড়ান্ত বিল বাবদ ১৯,৭৭,৬৯৪ টাকা পরিশোধ এবং মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই জামানতের ১,০১,১৬৫ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা জোন, খুলনা কার্যালয়ের ২০০৪-০৭ অর্থ বছরের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- সরেজমিনে যাচাইয়ে দেখা যায় যে, ভবনের সিড়ি, বারান্দার বিভিন্ন জায়গায় গর্ত হয়ে গেছে এবং প্লাস্টার খসে পড়েছে। এতে স্পষ্ট হয় যে, কাজটি ত্রুটিপূর্ণ। খুলনা জেলার দৌলতপুর থানার মহেশ পাশা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ ২৫-৮-২০০৪ খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত ও হস্তান্তর করা হয়।
- ঠিকাদার ত্রুটিপূর্ণ কাজ করা সত্ত্বেও তাঁকে চূড়ান্ত বিল বাবদ ১৯,৭৭,৬৯৪ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়।
- ত্রুটিপূর্ণ কাজ হওয়া সত্ত্বেও এবং নির্মাণ কাজের গ্যারান্টি মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে ঠিকাদারকে জামানতের অর্থ বাবদ ১,০১,১৬৫ টাকা ফেরত প্রদান করা হয়(পরিশিষ্ট-'ঋ')।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবন নির্মাণ এবং অতি পুরাতন ভবন পুনঃনির্মাণ প্রকল্পের আওতায় উক্ত প্রতিষ্ঠানটি নির্মাণ করে ২৫-৮-২০০৪খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত ও হস্তান্তর করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী ১ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পরে জামানত ফেরত প্রদান করা হয়েছে। যেহেতু অঞ্চলটি লবণাক্ত সেই কারণে প্রাচীর ও ফ্লোর এর সামান্য ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজের সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে পুনরায় ত্রুটি সংশোধনের জন্য বলা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। কী কারণে ত্রুটি পরিলক্ষিত হল এ মুহূর্তে বিবেচ্য নয়। ত্রুটির কারণ বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নির্ধারণ করা যেত। কিন্তু বাস্তবে তা না করে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- নির্মাণ কাজের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই উপ-সহকারী ও সহকারী প্রকৌশলীদের সুপারিশের ভিত্তিতে ত্রুটিপূর্ণ কাজ হওয়া সত্ত্বেও জামানতের অর্থ ৫০% অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ১৭-৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয় সচিব মহোদয়ের বরাবরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৬-৯-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রকৌশলীদের বিরুদ্ধে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১০

শিরোনাম : অনিয়মিতভাবে দরপত্র গ্রহণ, সংশোধিত প্রাক্কলন অনুমোদন ও কার্য সম্পাদন করায় ২২,৩৮,৪৬৯ টাকা ব্যয়।

বিবরণ :

- নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঝিনাইদহ অফিসের ২০০৫-০৭ সালের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে দরপত্র, সিডিউল, বিজ্ঞপ্তি, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন, কার্যাদেশ, বিল, ভাউচার এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ৩ তলা বিশিষ্ট ভবন তৈরীর জন্য দরপত্র আহ্বান করা সত্ত্বেও ঠিকাদার কর্তৃক ৩য় তলার আইটেমসমূহে মাত্র ১(এক) টাকা দর উদ্ধৃত করা সত্ত্বেও দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (টিইসি) কর্তৃক তা অনিয়মিতভাবে অনুমোদন করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।
- ঠিকাদার কর্তৃক ৩ তলা পর্যন্ত কাজ না করে নীচ তলা এবং দোতলার অর্ধেক পরিমাণ কাজ সম্পাদন করা সত্ত্বেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২২,৪৫,৩৬০ টাকা দরপত্র মূল্যের ৯৯.৭% ২২,৩৮,৪৬৯ টাকা ঠিকাদারকে পরিশোধ করা হয় (পরিশিষ্ট -'ঞ')।
- দরপত্র সিডিউল মোতাবেক ৩(তিন) তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করার কথা থাকলেও তা না করে নীচতলাসহ ২য় তলার অর্ধেক নির্মাণ করে সংশোধিত প্রাক্কলন অনুমোদন করে সমুদয় অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সংশোধিত প্রাক্কলন অনুমোদনের পরই চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে বিধায় আপত্তিটি মীমাংসার জন্য অনুরোধ করা হল।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ঠিকাদার কর্তৃক টেন্ডার প্রদানকালীন সময় দরপত্রে আইটেম ওয়ারী দর না দেয়া সত্ত্বেও টেন্ডার গ্রহণ এবং পরবর্তীতে ঠিকাদার কর্তৃক কাজ না করা সত্ত্বেও প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সংশোধিত প্রাক্কলন অনিয়মিতভাবে অনুমোদন করে সরকারের আর্থিক ক্ষতিসাধন করা হয়, যা আদায়যোগ্য।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৫-৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয় সচিব মহোদয়ের বরাবরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২০-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৬-৯-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- এ অনিয়মের সহিত জড়িতদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১১

শিরোনাম ঃ **ভবন নির্মাণ কাজে প্রাক্কলন প্রণয়ন ও যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কারিগরি অনুমোদন ব্যতীত অনিয়মিতভাবে ১৭,৪৯,৭৬৮.০০ টাকা ব্যয় এবং কার্য সম্পাদনে অতিরিক্ত কালক্ষেপণের জন্য ১,৭৪,৯৭৬.৮০ টাকা জরিমানা অনাদায়।**

বিবরণ ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বগুড়া জোন, বগুড়া কার্যালয়ের ২০০৫-০৭ আর্থিক সালের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

- নিরীক্ষাকালে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলাধীন ডিক্রির চর দ্বিমুখী সিনিয়র মাদ্রাসা নির্মাণ কাজের গ্রুপ নং-০১ এর নথি পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, আলোচ্য ভবনটি নির্মাণের ক্ষেত্রে বাস্তবে কাজের সাইট পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং এর উপর ভিত্তি করে কাজের বিস্তারিত প্রাক্কলন প্রস্তুত ও যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কাজের কারিগরি অনুমোদন গ্রহণ ব্যতীত অনুমানের ভিত্তিতে ১৭,৪৯,৭৬৮.০০ টাকা ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে। ঠিকাদার কর্তৃক কার্য সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার ১ বৎসর ৪ মাস ৭ দিন অতিরিক্ত কালক্ষেপণ করে কার্য সম্পাদন করার ফলে জরিমানা বাবদ ১,৭৪,৯৭৬.৮০ টাকা আদায়যোগ্য থাকলেও তা আদায় না করে সরকারি অর্থের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট -'ট')।
- যা জিএফআর দ্বিতীয় অধ্যায়ের রুলস ১০ ও ১১ এবং সিপিডব্লিউ ডি কোডের প্যারা ৫৪,৫৬ ও ৮১ এর পরিপন্থী কাজ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক সময় বর্ধন এবং ধার্যকৃত জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষিত কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বর্ণিত কাজটির প্রাক্কলন প্রণয়ন ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কারিগরি অনুমোদন ব্যতীত কার্য সম্পাদনের বিষয়ে কোন জবাব প্রদান করেননি। দ্বিতীয়তঃ সংশ্লিষ্ট কাজের নথির নোটশীট পর্যালোচনায় জরিমানা আদায়ের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ১০-৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৩-৯-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিধি মোতাবেক জরিমানা আদায় করাসহ প্রাক্কলন ব্যতীত কাজ করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

বাঃসঃমুঃ-২০১০/১১-৩৮৪৮কম/এ-৭১৩ বই-২০১০।